ঢাবির সাবেক উপাচার্য ও প্রক্টরের নামে মামলা

ঢাবি প্রতিবেদক
০৫ মে ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক দুই উপাচার্য, প্রক্টর, আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ১৩ জনের নামে মামলা দায়ের করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান। মিথ্যা মামলায় হয়রানির অভিযোগ তুলে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানিয়ে এই মামলা করেন তিনি।

গতকাল রবিবার বিকালে শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুরের কার্যালয়ে এ মামলা দায়ের করেন রাশেদ। মামলায় ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ ৫০০ জন অজ্ঞাতনামা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে থাকা আসামিরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী, আওয়ামী লীগের সভাপতিম-লীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নানক, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ,

ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন ও ছাত্রলীগের ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি আবিদ আল হাসান।

এ ছাড়া নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় (পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি), ঢাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স, ঢাকা কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সাকিব হাসান সুইম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মেহেদী হাসান, ঢাবি শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক মাকসুদ কামাল (পরবর্তী উপাচার্য) ও ঢাবির সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সামাদ প্রমুখ।

রাশেদ খান বলেন, ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল ঢাবি উপাচার্যের বাসভবনে যারা হামলা চালিয়েছিল, সেই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও পেছনের সব ঘটনা জনগণের জানা দরকার। যেহেতু গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, সঠিক ইতিহাস যেন অজানা থাকে সে জন্যই এই মামলা করা হয়েছে। ওই সময়ে আমার নামে শেখ হাসিনার নামে কটূক্তি ও উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুরের মামলায় আসামি করা হয়। এরপর গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। সেই সময়ে তৎকালীন উপাচার্য আখতারুজ্জামান আমাকে মোল্লা ওমর ও জঙ্গিদের সঙ্গে তুলনা করেন। যখন উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর চালানো হয়, তখন জাহাঙ্গীর কবির নানকরা এসেছিলেন, তাদের কাজই কি ছিল?

শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, আমরা এজাহার গ্রহণ করেছি। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।